বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা এবং এদেশের রাজনৈতিক অদূরদর্শীতার ফলে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিপর্যস্ত। দ্রুত পদক্ষেপ নিতে না পারলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে ... লিছেন **শীলা আফরোজ** ও **সাইদ ইসলাম**

পোশাক শিল্পে বিরাজমান সমস্যা

চাকরির সন্ধানে হন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইয়াসমিন। কিন্তু কোথাও চাকরি নেই। অভাবের সংসার। স্বামী অসুস্থ। নিজের আয়ে ৩টি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো রকম দিন চলে যাচ্ছিল। কিন্তু গত ৩ মাসে স্বামী আর বাচ্চাদের ঠিকমত খেতে পড়তে দিতে না পেরে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে ভিক্ষা করতে। শুধু খাওয়া পড়া আর ইয়াসমিনের রাত কাটানো নিয়েও সমস্যা। বস্তিতে থাকে, ঘর ভাড়া দিতে পারছে না। এ কারণে মালিকের অনেক কুপ্রস্তাবও মেনে নিতে হচ্ছে। অসহায় ইয়াসমিন তার এ পরিণতি থেকে মুক্ত হতে পারছে না। ইয়াসমিনের এ দুরাবস্থার জন্য দায়ী কেউ নন। দায়ী বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতি। এ কারণে বেশ কিছু গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতীয় রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের দেশে এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। বিগত দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য দেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, নাফটা, (TDA-২০০০ Trade Development Act)-এর আওতায় অনেক পোশাক শিল্প রপ্তানিকারক দেশ বিশ্বের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্রে কোটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ করায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প হঠাৎ করেই এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে সম্প্রতি ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলায় পরবর্তী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আন্তর্জাতিক বাজারে মহামন্দা। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও রপ্তানি মূল্যহ্রাস অন্যদিকে নতুন আন্তর্জাতিক বাজার মন্দাভাব– সব মিলিয়ে এ শিল্পের অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে।

বিশ্ববাণিজ্য মন্দা : সংকট পোশাক শিল্প

চলতি বছরের প্রথম দিকে বিশ্বের অর্থনীতিতে একটি মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। কারণ বাংলাদেশ ঐ সমস্ত দেশে পোশাক রপ্তানি করে যেসব দেশের অর্থনীতি আজ হুমকির সম্মুখীন। ইউরোপের অনেক দেশে এবং আমেরিকার জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে গেছে। এ অবস্থা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা হয়। এ ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্ব অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। এরপর পরই শুরু হয় আফগানযুদ্ধ। আফগা-নিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিদেশে তৈরি পোশাক ক্রেতারা বাংলাদেশে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। শুধু যুদ্ধ নয় বাংলাদেশের কোন কোন গার্মেন্টস গুণগত মান এবং চাহিদা অনুযায়ী পোশাক

কেস স্টাডি -১

খাদিজা এখন রাতের পাখি। সন্ধার পর চারদিক যখন অন্ধকার তখন খাদিজার কাজ শুরু হয়। খুব বেশি আয় হয় তাও না। প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা আয় হয়। তার অর্ধেক আবার চলে যায় দালালে হাতে। খাদিজা গার্মেন্টসচ্যুত এক কর্মী। খাদিজা তার নাম বললেও ঠিকানা বলতে নারাজ। খাদিজার ভাষায় তার বাবা নেই, মা আরেক জায়গায় বিয়ে করেছে। থাকতো ভাইয়ের সাথে, চাকরি চলে যাওয়ার পর ভাবি আর তাদের সাথে থাকতে দেয় না। এ জায়গা ও জায়গা থাকতে থাকতে দালালদের খপ্পরে পড়ে সে এখন এ রাস্তা বেছে নিয়েছে।

খাদিজা বলে, 'আমি জানি আমি খারাপ কাম করতাছি কিন্তু কি করুম কন, বাপ নাই। মাও ফালাইয়া দিয়া চইলা গেছে। ভাই ভাবি আমারে ভালো থাকতে দিল না। নিজের পেট বাচানোর জন্য আজকে আমারে এ পথে পা বাড়াইতে হইছে'। খাদিজা আরো বলেন, আমরা সব গরিব মানুষ, মালিক আমাগো পেটে লাথি মারছে। পেট বাঁচাতে খালি আমি খদিজা না আরো অনেক খাদিজা এরকম কাজ করে।'

রপ্তানি করতে পারেনি। এমন অভিযোগও আছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সময় মতো অর্ডার সরবরাহ করতে না পারার সমস্যা। গত কয়েক বছরের হরতাল, ধর্মঘট এবং বিভিন্ন কাঁচামালের মূল্যের তারতম্যও অসন্তুষ্ট করেছে আমদানীকারকদের। তৈরি পোশাকশিল্পের বিপর্যয়। সরকারের তরফ থেকেও এ বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করা হয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের মোট ৭৬ শতাংশ অর্জনকারী এ খাতে সংকট সৃষ্টির কারণে দেশের অর্থনৈতিক খাতে অশনি সংকেত নেমে এসেছে। সাথে সাথে এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৫ লাখ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশ্লিষ্টদের মনে নানা রকম প্রশ্ন উঠেছে। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ তথ্য অনুযায়ী গত কয়েকমাসে প্রায় ১৩শ' পোশাক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। ৩ লাখ ১০ হাজার ১৫৫ জন শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। বিজিএমইএ সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহম্মেদের মতে, বিপর্যয়ের প্রকৃত চেহারা এখনো দেখা যাচ্ছে না। বরং বর্তমানে যে হারে রপ্তানি আদেশ বাতিল হচ্ছে এবং নতুন অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে না তার চূড়ান্ত প্রভাব দেখা যাবে আগামী মার্চ মাসে।

দেশের গার্মেন্টস শিল্পে যে দুর্দিন নেমে আসছে তা বর্তমান অর্থবছরের রপ্তানি চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। চলতি অর্থ বছরের (২০০১-২০০২) প্রথম চার মাসে গার্মেন্টস শিল্পে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮শ' মিলিয়ন ডলার। এর বিপরীতে রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে ১৫ শ' ২৭ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন ডলার।

এদিকে বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, ৯৫-৯৬ অর্থবছরের গার্মেন্টস শিল্প খাত থেকে রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছিল ২৫ শ' ৪৭ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে (২০০০-২০০১) এ খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮ শ' ৫৯ মিলিয়ন ডলার। অবশ্য ৯৫ সালে দেশে গার্মেন্ট শিল্পের সংখ্যা ২৩ শ' থাকলেও বর্তমানে তা ২৭ শ'তে দাঁড়িয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পে ৯৫ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ১২ লাখের একটি বেশি থাকলেও বর্তমানে তা ১৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দাবস্থার কারণে বর্তমানে বেশ কয়েকটি গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ থাকায় অনেক শ্রমিক চাকরি হারিয়েছে। বিজিএমইএ চাকরিহারা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ বলে উল্লেখ করেছে।

টিডিএ-২০০০ চুক্তি এবং বাংলাদেশের ছিটকে পড়া

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে উন্নত

রপ্তানিপণ্য বহুমুখীকরণে বিশেষ করে দেশী পক্রিয়াজাত শিল্পকে গুরুত্ব দেয়া হবে

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
বাণিজ্যমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : গার্মেন্টস শিল্পে যে সংকট চলছে তাতে উত্তরণে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

আমির খসরু : সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আমি বলেছিলাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বাধিক গুরুত্ব থাকবে তৈরি পোশাকশিল্প খাতের উপর। এ খাতের সমস্যা সমাধানে সরকার সব সময় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে। এমন কি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণাকালে তৈরি পোশাকখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

২০০০ : কিন্তু সরকারের পদক্ষেপগুলো কি কি?

আমির খসরু : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই তৈরি পোশাকশিল্প খাতে রপ্তানিকালে সুদের হার কমিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আমি এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফর করেছি। তাছাড়া এ খাতের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। প্রয়োজন বোধে এ বিষয়ে একটি অবশ্য মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে।

২০০০ : পত্র-পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এ মুহূর্তে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিতে রাজি নন। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

আমির খসরু : যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের বিষয়টি একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা। হয়ত স্বল্প সময়ে এটা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝাতে পারি তাহলে নিকট ভবিষৎ এ সুবিধা আদায় করা সম্ভব হবে। সরকার এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে।

২০০০ : পোশাক রপ্তানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রদত্ত জিএমপি সুবিধা ব্যবহারের রুলস অব অরিজিন একটি বড় সমস্যা। রুলস অব অরিজিন শিথিল করার বিষয়ে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেবে কি?

আমির খসরু : রুলস অব অরিজিন শিথিল করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেড কমিশনার 'পানকেল লমি' বাংলাদেশ সফরকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। তারপরেও সরকার এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালে আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের এ দাবি মেনে নেবে।

২০০০ : আমাদের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকের উপর নির্ভরতা অনেক বেশি এ কারণে পোশাক শিল্পের বিপর্যয় হলে পুরো রপ্তানি খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে বলে অনেকে মনে করেন কিন্তু রপ্তানিপণ্য বহুমুখী করণের ক্ষেত্রে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেবে কি?

আমির খসরু : এ কথা সত্যি যে রপ্তানি ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকের উপর নির্ভরতা অনেক বেশি। এ জন্য রপ্তানিপণ্য বহুমুখীকরণে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। বিশেষ করে দেশী পক্রিয়াজাত শিল্পকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হবে। আমরা ইউরোপী ইউনিয়নকে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠাবো। তাছাড়া সরকার কৃষি পক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপনের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি বহুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে আশা করা যাচ্ছে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অনেক বাড়বে।

গত ৫ বছরে গার্মেন্টস খাতে রপ্তানি চিত্র

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ডলারে)
৯৬-৯৭	৩০০১.২৫
৯৭-৯৮	৩৭৮১.৯৪
৯৮-৯৯	৪০১৯.৯৮
৯৯-২০০০	৪৩৪৯.৪১
২০০০-২০০১	৪৮৫৯.৮৩

তথ্যসূত্র : বিজিএমইএ

বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট (টিডিএ) বিল ২০০০ পাস হওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে সংকটের আশঙ্কা করা হয়েছিল। কারণ এ চুক্তির আওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র মোট ৭২টি দেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা এসব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারাও কম দামে পণ্য আমদানির সঙ্গে ওইসব দেশে তাদের অর্ডার দিতে থাকে।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে, টিডিএ বিল ২০০০-এর সঙ্গে বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এও শোনা গেছে যে, পাস হবার পর বাংলাদেশ এ বিলের নাম শুনেছে। অথচ অন্যান্য দেশগুলো এ বিলে নাম অন্তর্ভুক্ত করানোর লক্ষ্যে নানা ধরনের লবিং করেছে। অবশ্য বিল পাস হয়ে যাবার পর বাংলাদেশ এ বিলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব না হবার পর বাংলাদেশ নতুন করে আরেকটি বিল আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ চেষ্টা সফল হবে কি না তা এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে উক্ত ৭২টি দেশকে যুক্তরাষ্ট্র কোটা এবং শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েছে। বাংলাদেশী পণ্য ওইসব দেশের পণ্যের কাছে মার খাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা এখন বাংলাদেশে না এসে ওইসব দেশে ছুটে যাচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকরা এ সংকটের কথা সব সময় সরকারকে জানিয়ে আসছে। তৈরি পোশাক শিল্পের বিপর্যয়ের প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর জাহাজ জটের জন্য কুখ্যাত ছিল সে বন্দরে এখন হাতেগোনা কয়েকটি জাহাজ।

শুধু পোশাক শিল্পই নয়

বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্পেই বিপর্যয় ডেকে আনেনি। বরং পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতেও বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন সহযোগী শিল্পগুলোর ব্যবসা-

যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা আদায় জরুরি

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ
সভাপতি, বিজিএমইএ

সাপ্তাহিক ২০০০ : তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান সংকটকে কিভাবে দেখছেন?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থায় এ খাতকে শুধুমাত্র সংকটজনক বললে ভুল হবে। বলতে পারেন এ খাত মহাবিপদের দিকে এগোচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে মন্দাভাব আগে থেকেই ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর এ মন্দাভাব আরো বেড়েছে। পরবর্তীতে আফগান যুদ্ধ এ মন্দাভাবকে আরো প্রলম্বিত করেছে। প্রতিদিন নতুন নতুন অর্ডার বাতিল হচ্ছে। বিদেশী ক্রেতারা বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী নন। তারা এলেও পোশাকের কাটিং এবং মেকিং (সিএম) চার্জ অনেক কমিয়ে দিচ্ছে। অর্ডার কমে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিক বেকার হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পখাতে ঘোর অমানিশা নেমে আসছে।

২০০০ : বর্তমান যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের উপায় কি?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : দেখুন, বর্তমান সংকট কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাও এর সাথে রয়েছে। বিজিএমইএ থেকে দীর্ঘদিন আমরা এসব সমস্যা সমাধানের পথ বলে আসছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার আমাদের দাবি পূরণ করলেও অনেকগুলো বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। গত কয়েক মাসে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্ত হতে হলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা আদায় জরুরি। এছাড়া পোশাক শিল্প মালিকদের আপদকালীন নগদ আর্থিক সহায়তাও এ সংকটে কাজে আসতে পারে। আমরা মনে করি উপরোক্ত দুটি সুবিধার বাইরেও এ খাতে সমস্যা সমাধানে সরকার পরিপূর্ণ প্যাকেজ গ্রহণ করতে পারে।

২০০০ : সরকারের প্যাকেজ বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : আসলে পোশাক শিল্প খাতে অনেক সমস্যা রয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে এসব সমস্যা হয়ত একবারে সমাধান করা সম্ভব হবে না। সব সমস্যাগুলোকে একত্রিত করে আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে যদি সমাধান করার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টি অনেক সহজ হবে। এ প্যাকেজের মধ্যে থাকবে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে সহজীকরণের জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ, বেসরকারি খাতে বন্ডেডওয়্যার হাউস স্থাপন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের থাকার জন্য গার্মেন্টস পল্লী, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন প্রভৃতি সেবার জন্য ওয়ান স্টপ প্যাকেজ সার্ভিস প্রবর্তনসহ আরো অনেক কিছু।

২০০০ : আপনারা বলছেন ১৩০০ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়াতে প্রায় ৩ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। এসব শ্রমিকদের জন্য আপনাদের কোনো পদক্ষেপ আছে কি?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : ব্র্যাক বেকার শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য ঋণদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমরা তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। বিজিএমইএ চেষ্টা করছে ব্র্যাকের সাথে সংযুক্ত হয়ে কিছু টাকা বিনিয়োগ করার। খুব শীঘ্রই আমরা ব্র্যাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবো। এছাড়াও এসব শ্রমিকদের জন্য আর কি করা যায় সে বিষয়েও আমরা সরকারের সাথে আলোচনায় বসবো।

২০০০ : যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আপনারা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা কতটুকু ফলপ্রসু হবে বলে আপনি মনে করেন?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ একটি লবিস্ট ফার্ম নিযুক্তি দিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশকে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সেটার কি প্রভাব পড়বে তা নির্ধারণ করার জন্য একটি রিসার্চ ফার্মকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য একটি সহায়ক বিল তৈরি এবং পাস করার জন্য ১৬ জন কংগ্রেসম্যানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী একই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। আমরা আশা করছি সরকার এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা আদায়ের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন।

২০০০ : বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের ৭৫ শতাংশ তৈরি পোশাকখাত থেকে আসলেও এ খাতের মূল সংযোজন অনেক কম এ বিষয়ে কি বলবেন?

কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ : পোশাক শিল্প মালিকরা এ খাতে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাঁচামাল আমদানি করে থাকে। এর মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে কাপড়। বাংলাদেশ কাপড় উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এ শিল্পের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ (পশ্চাৎ সংযোগ) শিল্প স্থাপনের দাবি আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছি। সরকার এ লক্ষ্যে বেশকিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা আশা করবো এ বিষয়ে সরকার আরো বেশি আন্তরিক হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার বস্ত্রখাতের জন্য ৮টি বিশেষ প্যাকেজের আওতায় ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পারে। ভারত সরকার তাদের দেশের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে ৫০ হাজার কোটি রুপির একটি প্যাকেজ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের প্যাকেজ ছাড়া বাংলাদেশেও কোনো বিকল্প নেই।

বাণিজ্যে ধস নেমেছে। বিজিএমইএ'র মতে, তৈরি পোশাক শিল্পে সরাসরি কর্মরত ১৫ লাখ শ্রমিক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে। এর ফলে এসব শ্রমিকদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প যেমন কসমেটিক্স, টেইলার্স, মুদি দোকান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পরিবহন এবং অন্যান্য সেবাখাতেও তৈরি পোশাকের বিপর্যয়ের ছায়া দেখা যাচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত ১৫ লাখ শ্রমিককে ঘিরে দেশে যে ভোক্তাশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তাও নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পে বিপর্যয়ের কারণে।

বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা : কতদূর

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। নতুন সরকারের সাবেক পরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। এরপর বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। এসব পদক্ষেপের ইতিবাচক ফলাফল আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ উক্ত দু'জন মন্ত্রীকে স্পষ্টই জাগিয়ে দিয়েছে যে এ মুহূর্তে তাদের পক্ষে বাংলাদেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ সেখানকার টেক্সটাইল লবি এর বিরোধিতা করছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন ভালো নয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে এ সুবিধা দেয়া হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এটার একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজিএমইএ নিজস্ব কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ইচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে অবকাশ গঠন করা। ইতিমধ্যে ১৬ জন কংগ্রেসম্যান-এর সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে এর কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়া বিজিএমইএ একই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দুটি লবিস্ট ফার্মকে নিয়োগ দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্যাটেন ব্যাস্ এবং দ্য ট্রেড পার্টনারশিপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড। বিজিএমইএ আশা প্রকাশ করে বলেছে, এ দুটি লবিস্ট ফার্ম বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোটা ও শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবে কি হবে কি সেটাই দেখার বিষয়।

কেস স্টাডি -২

ওয়াদা ফ্যাশন লিঃ-এর চাকরিচ্যুত ফরিদা।

ফরিদার স্বামী রিকশাচালক। দিন আনে দিন খায়। দুজনের আয় দিয়ে ৪টি ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পড়িয়ে বস্তিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো। ঘরের ভাড়া মাসে ৬০০ টাকা। ফরিদার চাকরি চলে যাওয়ার পর ঘর ভাড়া দিতে পারছে না। ফরিদা মেশিন অপারেটর ছিল, মাসে ১৫০০ টাকা পেত। তিন মাস ধরে সে চাকরি হারা। বিভিন্ন জায়গায় কাজের সন্ধান করছে কিন্তু কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। সামনে ঈদ। ফরিদা বলে, 'আমরা গরিব, আমরা কিছু বুঝিনা শুধু বুঝি মাস শেষে টাকা পাব। মালিক আমাদের কোনোকিছু না বলে চাকরি থেকে বাদ দিল। ঈদের সামনে এ বাচ্চাদের নিয়ে আমি কোথায় যাব'। ফরিদা আরো জানায় তার এক ছেলে এক মেয়ে স্কুলে পড়ত। তার চাকরি চলে যাওয়ায় বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দিতে না পারায় দুজনের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে।

পোশাক শিল্পের সংকট : বিপর্যস্ত নারী শ্রমিক

বিজিএমইএ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নবেম্বর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৩ লাখ ১০ হাজার ১৫৪ জন শ্রমিক তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছে। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এ হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২ লাখ ৪৮ হাজার নারী শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে। চাকরি হারিয়ে এসব শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত।

সরেজমিনে দেখা গেছে চাকরিচ্যুত এসব গার্মেন্টস কর্মী বেশির ভাগই গরিব অসহায়। তাদের থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার অভাব। চাকরিচ্যুত হয়ে তারা ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরির সন্ধানে, কিন্তু কোথাও চাকরি নেই। নিজের প্রয়োজন মেটাতে এমন অনেক গার্মেন্টস কর্মী দেহ ব্যবসা শুরু করেছে। আবার অনেকে বাড়ি বাড়ি কাজ করছে। চাকরি না থাকার কারণে সামাজিক অপরাধও অনেক বেড়ে গেছে। চুরি, মাদকব্যবসা, দেহ ব্যবসা ছাড়াও অনেক কর্মীই এখন সমাজবিরোধী কাজকর্ম করছে।

কেস স্টাডি -৩

ইমপেরিয়াল গার্মেন্টসের চাকরি চ্যুত দু'বোন সাবিনা ও রুবিনা। বাবা বয়স্ক, কোনো কাজ করে না। মা রহিমা খাতুন রাস্তায় পিঠা বানায়। দু'বোন এক সঙ্গে চাকরি করে তাদের সংসার চালাতো। থাকে আগারগাঁও বিএনপি বস্তিতে। দেশের বাড়ি ভোলায়। নদীর ভাঙনে সব কিছু নিয়ে গেছে। জীবন বাঁচাতে শহরে এসেছিল। দু'বোন প্রথমে অন্যের বাড়িতে কাজ করতো। মায়ের ইচ্ছায় দু'বোন যোগ দেয় গার্মেন্টসে। দু'বোন গার্মেন্টস সুতা কাটতো। ৬০০ করে দুজন ১২০০ টাকা আয় করতো। চাকরি চলে যাওয়ায় দু'বোন এখন অসহায়। মায়ের পিঠায় আয়ে সংসার চলছে না। বস্তির মহাজনের কাছে সুদে টাকা নিয়ে সংসার চালাচ্ছে। সাবিনা বলে, 'টাকাতো ধার নিয়েছি কিন্তু এ টাকা শোধ দেব কিভাবে। দু'বোন এখন বাড়িতে বাড়িতে কাজ খুঁজতেছি। যদি পাই তাহলে মানুষের বাসায় কাজ করবো। কিন্তু মানুষজন যখন শোনে গার্মেন্টসে চাকির করতাম তখন আর রাখতে চায় না'।

ব্যক্তিগত

পাত্রী চাই। কোনো অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মানদন্ড তুলে ধরে নয়। আমি সাধারণ। সাধারণভাবেই জীবন জগৎ অনুভব করি। লালন করি সুস্থ রুচিবোধ। ভালোবাসি বাংলা-বাঙালির সংস্কৃতি। আমার নির্ণায়ক চলমান আমি। চোখ ধাঁধানো সম্পদ, ঢাকায় বাড়ি, গাড়ি সম্বলিত আদর্শ পাত্র নই। আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ শিক্ষিত, শিক্ষামুখী এবং চাকরি নির্ভর। আমারও যৎসামান্য ঐটুকুই অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েশন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএন) প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত, ৩৪+ ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। মূলত ঢাকায় অস্থায়ী অবস্থান।

জীবনসঙ্গিনী করতে চাই। এমন একজন যিনি আমাকে গ্রহণ করবেন, যিনি স্ত্রী এবং বন্ধুত্বের যৌথ প্রয়াসে একটি সুন্দর সনাতন পরিবার গঠনে বিশ্বাসী। সাধারণে সন্তুষ্ট। স্বাভাবিক জীবন বিকাশে এগিয়ে যেতে চান। তবে অবশ্যই তিনি সুশিক্ষিতা, প্রগতিশীল, সহজ সরল, নোংরা ব্যক্তিস্বার্থ বিরোধী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চাকরিরত অথবা অন্য কোনো সম্মানজনক পেশায় আত্মনির্ভর হবার মানসিকতা সম্পন্ন এমন মেয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছবি বায়োডাটাসহ লিখুন। যথাসম্ভব দ্রুত। একশ'ভাগ গোপনীয়তা এবং ছবি বায়োডাটা ফেরত-এর নিশ্চয়তা রইল। পরবর্তী সাক্ষাৎ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আপনারও রয়েছে সংকোচহীন সমান অধিকার। এতে আমরা কেউই অপরাধবোধ নেয়া কিংবা মনোক্ষুণ্ন হবো না। থাকবে উভয়ের পারিবারিক সম্মতি।— বিজ্ঞাপন দাতা, বক্স নং-২৫৩, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

***

পাত্র চাই। সুন্দরমনের,সুশ্রী, সংসারী, উজ্জ্বল রঙের ৩০ বছরের (পাঁচ ফুট দেড় ইঞ্চি) এমএ পাস পাত্রীর জন্য, উপযুক্ত ভদ্র, উচ্চশিক্ষিত ইউরোপ অথবা আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩৫-৪০-এর মধ্যে হতে হবে।—Mail-Sonick5555@yahoo.com, Morein-1shop@yahoo.com, Sani# 018242314